দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

34

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গে

সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হল। পাসের হার সব বোর্ড মিলিয়ে গড়ে প্রায় ৬০/৬১ শতাংশ হবে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষা হল আর তা হল অংক বাদে অন্যান্য বিষয়ে রচনা ও নৈর্ব্যক্তিকে ৫০, ৫০ নম্বর করে এবং দুটো পদ্ধতি মিলিয়ে পাস। অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটি উত্তরে গেলেও অংকের অবস্থা ছিল করুণ। ফলে কর্তৃপক্ষকে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাসের হার বাড়াতে হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে রচনামূলক এ কোন বিষয়ে শূন্য বা মাত্র এক নম্বর পেয়েও নৈর্ব্যক্তি-কে বেশি পাওয়ার বদৌলতে অনেকে পাস করে গেছে। অনেকে আবার প্রথম বিভাগও পেয়েছে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার প্রথম বিভাগ ও স্টার মার্কসপ্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও প্রচুর বেশি। হিসেব করে দেখা গেছে এবার শুধুমাত্র প্রথম বিভাগই পেয়েছে ১ লাখ ৪৪ হাজার ছাত্রছাত্রী। আপাতদৃষ্টিতে এটা শুভ লক্ষণ হলেও প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই ছাত্রছাত্রীরা অনেকটা সহজেই পার পেয়ে গেল। ৫০০ প্রশ্নের ব্যাংক মুখস্থ করে পাসের যে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন তা কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য লাভ-জনক হলেও সামগ্রিকভাবে তা কতটুকু উপকারী তা একমাত্র কর্তৃপক্ষই ভাল জানেন। এইচ,এস,সিতে এদেরকে পড়তে হবে বিশাল সিলেবাস যাতে তারা হাবুডুবু খেতে বাধ্য। তাছাড়া এর ফলে ভাল ছাত্রছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়নও ঠিক হচ্ছে না। অবশ্য এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের দোষ দেবার কিছু নেই। দোষ দেবার বিষয় পরীক্ষা পদ্ধতি।

পরীক্ষা-উত্তর কলেজে ভর্তি হবার ক্ষেত্রে বর্তমানে শুরু হয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভাল ভাল কলেজ ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীদের নেবার আশায় বাধ্য হয়েই তাদের চাওয়া মার্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নটরডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে স্টার মার্কস চাওয়া। যা পূর্বে কখনও চাওয়া হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্র ছাত্রীদেরই কলেজে ভর্তি হওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় বিভাগ না হয় বাদই দিলাম। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে ছাত্র ছাত্রীরা যদি এভাবে পার পেয়ে যায় তাহলে পাসের হার বাড়লেও মেধার হার মোটেও বাড়বে না। বর্তমানে এ পদ্ধতি নবম, দশম শ্রেণীতে চালু রয়েছে। ফলে '৯৪ সাল পর্যন্ত তা অন্তত বহাল রাখতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে কিছুমাত্র উপকার পাওয়ার স্বার্থে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো পেশ করছি- (১) ৫০০ প্রশ্নের ব্যাংক তুলে দেয়া, (২) প্রশ্নোত্তরে একাধিক উত্তর সংযোজন, (৩) রচনা ও নৈর্ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা পাসের ব্যবস্থা, (৪) অধিকসংখ্যক প্রশ্ন সেট প্রণয়ন, (৫) পরীক্ষা হলে গার্ড ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি করা, (৬) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সময়ের মান কমিয়ে আনা। (এবার দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত ৩০/৩৫ মিনিটে তাদের উত্তর শেষ করে একে অন্যের সাথে উত্তর মিলাতে)।

আশা করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত প্রস্তাবগুলোর প্রতি সুদৃষ্টি দেবেন।

মোঃ লুৎফুল কবীর
মাতুয়াইল গার্লস স্কুল রোড,
ডেমরা,ঢাকা-১৩৬২।